১০৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 22 1999

পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

শা.বির ছাত্র রাজনীতিতে স্থবিরতা

কমিটি নেই অনেক সংগঠনের সেই সঙ্গে রয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব

রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, শা.বি. থেকে : সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি না হওয়ায় এবং অন্যগুলোতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ছাত্রলীগ শা.বি. ক্যাম্পাসে বৃহত্তম ছাত্র সংগঠনের একটি। কিন্তু কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অন্তর্কলহের কারণে বর্তমানে এর সকল প্রকার সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। নেতারা এখন দলের জনপ্রিয়তা ধরে রাখা বা শক্তি বৃদ্ধির চেয়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে সময় বেশি দিচ্ছেন। এ কারণে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যেমন ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তেমনি শক্তিশালী এ ছাত্র সংগঠনটির জনপ্রিয়তায়ও টান পড়েছে।

'৯৬-এর শাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ প্রায় সব কটি আসনে জয়ী হলেও '৯৮-এর নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এজিএসসহ প্রায় অর্ধেক আসনই হারিয়ে ফেলে- তখন ধারণা করা হয়েছিল নির্বাচন পরে হৃত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে নেতাকর্মীরা বিভেদ ভুলে গিয়ে কাজ শুরু করবে। কিন্তু গত বছর ২০ আগস্ট কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্বের আজো অবসান হয়নি। ফলে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হলেও ছাত্রলীগের একটি বৃহৎ অংশ তাদের অস্বীকার করছে। গত ১০ এপ্রিল ছাত্রলীগের গ্রুপিং প্রকাশ্য সশস্ত্র মহড়ায় রূপ নেয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ এড়ানো গেছে।

সাংগঠনিক স্থবিরতা প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত জানান যে, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কার্যক্রম মোটেও স্থবির নয়। তবে তিনি গ্রুপিং-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেন, শিগগিরই এ সমস্যার সমাধান হবে। হালকা গ্রুপিং থাকলেও সাংগঠনিক কার্যক্রমে ছাত্রলীগের সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগ সভাপতি জাকির হোসেন ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত রয়েছেন। তার অনুপস্থিতির কোনো কারণ সেক্রেটারি আব্দুল বাছিত জানাতে পারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর বৃহৎ ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অবস্থাও বর্তমানে নাজুক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে '৯৬ -এর শাকসু নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ক্যাম্পাসে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। '৯৬ থেকে '৯৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা থাকায় তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধই ছিল। '৯৮-এর মাঝামাঝি সময়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হয়। এতে কামরুল হাসান সভাপতি ও এ জে নিউটন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই কমিটির নেতৃত্বে এর শাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু এই কমিটি সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে কাজ করতে বা সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় গত মার্চে নতুন কাউন্সিল আহ্বান করা হয়। দুবার কাউন্সিল আহ্বান করেও তারা কমিটি ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়। গত ১২ এপ্রিল ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন পিন্টুর উপস্থিতিতে এম এস শাহীনকে সভাপতি ও মনিরুজ্জামান ভুঁইয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটি ঘোষণার পর নতুন সভাপতি শাহীন এক বিবৃতিতে বলেন যে, ছাত্রদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে তারা আন্তরিকভাবে কাজ করবেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করবেন। কিন্তু নতুন কমিটি ঘোষণার পর এখনো ছাত্রদল ক্যাম্পাসে কোনো সাংগঠনিক তৎপরতা দেখাতে পারেনি।

ইসলামী ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বেশ তৎপর থাকলেও বর্তমানে এর সাংগঠনিক তৎপরতা সীমিত হয়ে পড়েছে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং নেতাকর্মীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই এর কারণ। বর্তমান নেতৃত্ব সংগঠনটিতে উদার দৃষ্টিভঙ্গির শর্ত গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলেও দৃঢ় নেতৃত্বের অভাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে তৎপর হতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে ছাত্রশিবির শা.বি শাখার সাধারণ সম্পাদক এস এম মওদুদ সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অস্বীকার করে বলেন সিনিয়র নেতৃত্ব না থাকলেও এ সংগঠনটিতে গতিশীল নেতৃত্ব রয়েছে।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি রয়েছে কেবল ছাত্রইউনিয়নের। গত বছর ডিসেম্বরে কমিটি গঠনের পর, এখন পর্যন্ত সংগঠনটির তেমন কোনো কার্যক্রম চোখে পড়েনি। অন্য দুটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এবং জাতীয় ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। মাঝেমধ্যে দুএকটি মিছিল ছাড়া তাদের কোনো কার্যক্রমে দেখা যায় না। বামপন্থী সংগঠনগুলোর প্রচুর সমর্থক থাকলেও যোগ্য নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের অভাবে তাদের সক্রিয় করতে পারছে না। অথচ এসব সংগঠন সোচ্চার হলে গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতির ধারা আবার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসবে।